দৈনিক সংবাদ 27

তারিখ ..19..AUG..1997

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

ইসঃ বিশ্বঃ ভিসির বিবৃতি

সন্ত্রাসী নিয়ে যাইনি পদত্যাগ করিনি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৮ই আগস্ট।- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ ইনাম-উল-হক সন্ত্রাসীদের সহায়তায় ক্যাম্পাসে যাওয়া এবং পদত্যাগের কথা অস্বীকার করেছেন। আজ সোমবার বিকেলে চট্টগ্রাম পৌঁছে সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, পত্র-পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য নয়।

তিনি বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আজ যে সংবাদ বেরিয়েছে তা সত্য নয়। সন্ত্রাসীদের নিয়ে আমার ক্যাম্পাসে প্রবেশ এবং তালা ভাঙার যে ঘটনা প্রকাশ হয় তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মূলত পুলিশ না পেয়ে আমি নিজেই একা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই; তবে কোন সংঘর্ষ বা কেউ আহত হয়নি এবং ঐ সময় কোন ফাইল ওয়ার্ক করার প্রশ্নই উঠে না।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র সংগঠন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলানোর ফলে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ ক্লাস হচ্ছে না এবং শিক্ষক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। তালা খোলার ব্যাপারে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে চেষ্টা করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পীড়াপীড়ির ফলে আমি গতকাল ১৭ই আগস্ট আনুমানিক বেলা সাড়ে এগারোটায় ক্যাম্পাসে যাই। আগেই আমি খবর পেয়েছিলাম যে কোন গোলমালের আশংকা নেই। বেশ কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী ক্যাম্পাসে বেতনের অপেক্ষায় রয়েছেন। যাওয়ার আগে আমি কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের সাথে টেলিফোনে আলাপ করে তাকে আমার যাবার কথা জানাই এবং সম্ভব হলে কিছু পুলিশ পাঠাতেও অনুরোধ করি।

ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে গিয়ে ফটক ভেজানো অবস্থায় দেখতে পাই এবং দ্রুতগতিতে কয়েকজন লোক গিয়ে ফটক খুলে দেয়। আমি গাড়ি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। পরে কর্মচারীরা আমার কক্ষের তালা খুলে দেয়। আমি বসার কয়েক মিনিট পরেই বাইরে হৈচৈ শুনতে পাই। খবর নিয়ে জানতে পাই হল হতে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ছাত্ররা ও তার সঙ্গে ছাত্রলীগের একাংশ (জোহা গ্রুপ) হৈচৈ করে প্রশাসন ভবন আক্রমণ করে। তারা ভাঙচুর আরম্ভ করে এবং পটকা ফাটানোর শব্দ শুনতে পাই। তারা বিভিন্ন কক্ষ, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং ভিসির গাড়ি ভাঙচুর করে। তারা প্রশাসন ভবনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। তারা আমাকে কক্ষ হতে বের হয়ে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করে তা না হলে ভয়াবহ পরিস্থিতির হুমকি দেয়। পরে আমি ঐ জায়গায় অবস্থান করা নিরাপদ মনে না করায় ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা আফসার আলী, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখের সহায়তায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করি। গাড়ি ছাড়ার আগে তারা দোকান হতে একটি খাতা কিনে তাতে আমাকে পদত্যাগপত্র লিখতে বলে। ফলে আমি অস্ত্রের মুখে "পদত্যাগ করলাম" লিখতে বাধ্য হই।